Visit our Blog :
weeklynatunchithi.blogspot.com

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ৩০ ডিসেম্বর, ২০১৩

৩৬ বর্ষ ৫০ সংখ্যা ২৮ ডিসেম্বর, ২০১৩ ১২ পৌষ, ১৪২০

প্রবীণ সি পি আই(এম) নেতা ক্ষুদিরাম মাজি চলে গেলেন

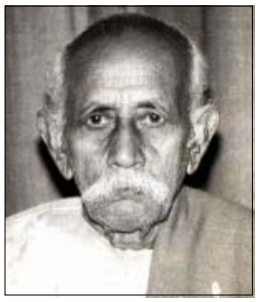

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৭ ডিসেম্বর : স্বাধীনতা সংগ্রামী, প্রবীণতম সি পি আই(এম) সদস্য ক্ষুদিরাম মাজি (৯৮) ২৬ ডিসেম্বর রাত ১১ টায় তাঁর বাসভবন গলসির বেলগ্রামে প্রয়াত হয়েছেন। তিনি বার্ধক্যজনিত রোগে বেশ কিছুদিন ধরেই ভুগছিলেন। তিনি রেখে গেছেন স্ত্রী, দুই পুত্র, দুই কন্যা ও নাতি-নাতনিকে। তাঁর মৃত্যুখবর পেয়ে অসংখ্য মানুষ, পার্টি কর্মী, সমর্থক তাঁর বাড়িতে যান। গভীর শোকপ্রকাশ করেন প্রবীণ সি পি আই(এম) নেতা বিনয় কোঙার, সি পি আই(এম) কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মদন ঘোষ, জেলা সম্পাদক অমল হালদার, কৃষক নেতা আব্দার রেজ্জাক মণ্ডল প্রমুখ।

ঐতিহাসিক ক্যানেল কর বিরোধী আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সংস্পর্শে আসেন। ১৯৪৩ সালে পার্টির সভ্যপদ অর্জন করেন। গ্রামীণ পাঠশালা, সাঁকো মাইনর স্কুল, গুসকরা পি পি ইন্সটিটিউশন,

বর্ধমান রাজকলেজ থেকে তাঁর পড়াশোনা চন্দননগরে বি.এড। ঋণ শালিশী বোর্ডের কর্মচারী হিসেবে কর্মজীবন শুরু। পরে সাঁকো উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষাকর্মী এবং শিক্ষক হিসেবে কাজ করেন ও অবসর গ্রহণ করেন। ৬০ দশকের জমির আন্দোলনে যুক্ত থেকে ৩ বছর কারাবাস করেন। গলসি থানা এলাকায় জমির আন্দোলন মজুরী আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

সৈয়দ শাহেদুল্লাহ, বিনয় চৌধুরী, ফকিরচন্দ্র রায়, বিপদবারণ রায়, ধর্মদাস রায় প্রমুখের সংস্পর্শে এসে গলসি এলাকায় কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন। তিনি ১৯৮৫ সালে সি পি আই(এম)-এর জেলা কমিটির সদস্য হন। তার পূর্বে ১৯৭৩ সালে গলসি লোকাল কমিটির সম্পাদক হন। জোনাল কমিটির তৈরি হওয়ার সময় তেকে ১৯৮৭ সাল থেকে তিনি জোনাল কমিটির সদস্য ছিলেন।

তিনি পঞ্চায়েত আন্দোলনে ও সমবায় আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা

—এরপর চারের পাতায়

সন্ত্রাসের পাহাড় ডিঙিয়ে মানুষের জয়

শুধু রং লাগানো ছাড়া আর কোনো উন্নয়ন হয়নি আড়াই বছরে—বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৫ ডিসেম্বর : জোর করে ভোট লুট করে, পঞ্চায়েত পুরসভা দখল করে মারধোর করে, ভয় দেখিয়ে মানুষকে যে আটকানো যায় না তার বড় প্রমাণ পাওয়া গেল বর্ধমানের জনসমুদ্রে। বর্ধমানে পুরভোট বয়কট করতে বাধ্য হওয়া বামফ্রন্টকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না বলে যারা আওয়াজ তুলেছিল, তাদেরকে মুখের উপর জবাব দিলো লাখো মানুষের স্রোত। পুরসভা ও প্রশাসনের সভা করতে না দেওয়ার প্রচেষ্টাকে বর্ধমানের গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষ যে ভাল চোখে নেয়নি তা দেখিয়ে দিল সাড়ে বাইশ হাজার প্যাকেট রুটি বাড়ি বাড়ি থেকে সাহায্য তুলে। পরিবর্তনের পর বর্ধমানের মানুষ এত বড় সমাবেশ দেখলো এই প্রথম। জেলা বামফ্রন্টের ডাকা এই জনসমুদ্র দেখে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বলেই ফেললেন, সামনের লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিমবাংলায় বিজেপি, তৃণমূল তল পাবে না। জোর করে মানুষকে যে আটকানো যায় না তা আজকের মানুষের উচ্ছাস বলে দিচ্ছে। ভয়-ভীতি উপেক্ষা করে, মারধোর খেয়েও যারা এই সমাবেশে এসেছেন তাদেরকে তিনি অভিনন্দন জানান। সমাবেশে আসা ভাতাড়, বড়বেলুন গ্রামের ক্ষেতমজুর পরিবারের তাজা যুবক নিখিল দাস, সুশীল দাস তো বলেই ফেললেন, পুলিশ শুধুমাত্র নিরপেক্ষ থাকুক, তারপর দেখা যাবে তৃণমূলিদের ক্ষমতা। এলকায় আমরা এখন গরিবরা জোটবদ্ধ হয়েছি। এখন আমরা মাথা তুলে গ্রামে কাজ করছি।

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বলেন, আমরা সরকারে থাকাকালীন বিরোধীদের একজনকেও গ্রেপ্তার করেনি। সরকার-বিরোধী অনেক আন্দোলন হয়েছে। আর এখন সমালোচনা করলেই জেলে পুরে দিচ্ছে। গত তিন বছরে এই বর্ধমান জেলাতেই ১৫ জন নেতা-কর্মী খুন হয়েছেন। ৭৩৪৮ জনকে মিথ্যা মামলায় জড়ানো হয়েছে। ৭৫৬ জনকে জেলে যেতে হয়েছে। এতকিছু সত্ত্বেও মানুষ মাথা উঁচু করে সভায় এসেছেন। সন্ত্রাস করে মানুষকে রুদ্ধ করা যায় না তা লোকসভা নির্বাচনে টের পাবে। পঞ্চায়েত দখল করে এখন লুটপাট চলছে। গরিব মানুষ পঞ্চায়েতে যেতে পারে না। ১০০ দিনের টাকায় নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি নিয়ে মারপিট চলছে। এই তিন বছরে রাস্তাঘাট, স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল একটাও হয়নি। অথচ ভোটের আগে জেলায় জেলায় মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। উনি এখন হেলিকাপ্টারে চেপে জেলা সফর করছেন। রাস্তা খারাপ বলে মানুষ মরে মরুক। উনি এখন জনগণের টাকায় হেলিকপ্টার চড়বেন। আড়াই বছরে কিছুই হয়নি। রাস্তা হয়নি, সেতু হয়নি, নতুন স্কুল হয়নি, কলেজ হয়নি, মাদ্রাসা হয়নি, বিশ্ববিদ্যালয় হয়নি আমরা যা করে গেছি তার উপর কেবল রং লাগানো হচ্ছে।

মেমারি থেকে এসেছেন শিশির বিশ্বাস, দুর্গাপুরের আমলাজোড়া থেকে হারাধন মুর্মু, খণ্ডঘোষ থেকে হাঁসু সেখ। সকলেই সকালে দুটি মুড়ি বেঁধে লুকিয়ে লুকিয়ে সমাবেশে এসেছেন। মাঠ ভর্তি থিক থিকে ভিড় দেখে তার বুকের বাঁধ ভেঙে গেল। পড়ন্ত সূর্যের দিকে তাকিয়ে ঠিকরে আসা চোখ নিয়ে বললেন, লিখে নিন আপনারা— সামনের লোকসভা ভোটে নির্বাচন কমিশন শুধু আমাদেরকে চটের আড়ালে একটিবার ভোট দেওয়ার সুযোগ করে দিক। তারপর দেখে নেব। তখন ওদিকে মাইকে শুভপ্রসাদ নন্দী মজুমদারের গান বাজছে 'ওরা ভয় পেয়েছে'।

মূল্যবৃদ্ধি, বেকারি, সারদা কেলেঙ্কারি, নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সহ ১৩ দফা দাবিতে দু'মাস ধরে বামপন্থীরা আন্দোলন করে আসছে। ২৪ ডিসেম্বর বামফ্রন্টের ডাকে তারই ভিত্তিতে জনসভায় আয়োজন কার হয়। সভায় মূল বক্তা ছাড়া আর.এস.পি-র সুকুমার ঘোষ, ফরওয়ার্ড ব্লকের নরেন চ্যাটার্জী, সি পি আই-এর আর সি সিং বক্তব্য রাখেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা বামফ্রন্টের আহ্বায়ক অমল হালদার। উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মদন ঘোষ।

মানুষ উদ্বুদ্ধ ৯ ফেব্রুয়ারি ব্রিগেডের আহ্বানে

তৃণমূলিদের শত হুঙ্কারকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বর্ধমানের রাজপথ এদিন জনস্রোতে ভাসলো। বর্ধমান স্টেশন থেকে একটি সুবিশাল মিছিল বি সি রোড ধরে আলমগঞ্জের মাঠে পৌঁছায়। অন্য একটি জনস্রোত তেলিপুকুর থেকে বাইপাস ধরে মাঠে প্রবেশ করে।সংগঠনের জন্য মেহনতি, মধ্যবিত্ত, কৃষকের হৃদমাঝারে রাখা মায়া, মমতা, ভালোবাসা তাদের টেনে এনেছে দূরদূরান্ত থেকে। আমাদের প্রতিনিধির চোখে ধরা পড়েছে তারই কিছু টুকরো টুকরো ছবি।

১। স্কুলের দিদিমনি। তাঁর পাশে হাঁটছেন গ্রামের খেতমজুর, সঙ্গে গিন্নি এবং শ্যালিকা। তিন জনের হাতেই প্ল্যাস্টিকের ঢাউস ব্যাগ। কোন সকালে এক আঁচল মুড়ি নিয়ে বেরিয়েছেন মন্তেশ্বর থেকে, সঙ্গে শীতের পোষাক-আশাক। দ্রুত হাঁটছেন মিছিলের পথে।

২। বুড়ো শ্বাশুড়ি ভারি ব্যাগটা নিয়ে টলমল পায়ে দ্রুত পা চালাচ্ছেন। কোলের শিশুকে কাঁধে নিয়ে হাঁটছে বউ। ননদের হাতে প্ল্যাস্টিকের থলে। থলের পেটটা ফোলা। শীতের উইন্ডচিটার গায়ে স্বামীটি তাড়া লাগাচ্ছেন —তাড়াতাড়ি চ! শিল্পাঞ্চলের দুই যুবক চলেছে ওদের পাশাপাশি খৈনি টিপতে টিপতে।

৩। কানঢাকা মাফলার গলায় জড়ানো মধ্যবয়স্ক মানুষটি ধীর পায়ে এগিয়ে চলেছেন। গায়ে কালো রঙের ময়লা উইন্ডচিটার। পরনের সাদা প্যান্টটিও যথেষ্ট ময়লা। দ্রুত হেঁটে এসে তাঁকে ধরলেন আর এক মধ্যবয়স্ক মানুষ—অনেক লোক গো! জায়গা হবে! ওদের পার হয়ে গেল দ্রুত পায়ে চারজন যুবকের একটি দল, একজনের হাতে লাল ঝাণ্ডা। একজনের মাফলার কোমরে বাঁধা। আর একজনের গলায় রুমাল বাঁধা। একজন খাঁকি নোংরা জামা প্যান্ট পরিহিত মানুষ খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ওদের পিছনে চলেছেন।

৪। ১৫ থেকে ৪০ বছরের বয়সের সীমার মধ্যে প্রায় কুড়ি-পঁচিশ জন মহিলাদের একটা দল প্রায় ছুটছে। প্রত্যেকের হাতে একটা করে থলে। লাল কালো হলুদ নীল রঙের ফুলহাতা সোয়েটার গায়ে মেয়েটার হাঁটার গতি দীপ্ত। বুদ্ধদেব ভট্টচার্যকে একবার দেখবে।

৫। এদের পিছনের দলটি বেশ বড়। এই দলে আছে কুড়ি-বাইশ বছরের জনা দশ বারো মেয়ে। ডোরাকাটা হাতকাটা সোয়েটার পরিহিত শক্তসমর্থ এক মধ্যবয়স্ক প্রবীণের নেতৃত্বে এরা চলেছে। কালো প্যান্ট, ফুলহাতা শার্ট, গলায় লম্বা মাফলার, দুই প্রান্ত বুকের ওপর ঝুলছে। কথা বলতে বলতে এগিয়ে চলেছেন সকলে।

৬। ত্রিশ-চল্লিশ জনের পুরুষের দল—শিল্পাঞ্চলের মানুষ বলেই মনে হচ্ছে। একজন প্রবীণের মাথা সাদা,যদিও তাঁর বয়স বেশি নয় বলেই মনে হচ্ছে। সকলের গড় বয়স মনে হচ্ছে তিরিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ। চার-পাঁচটি লাল ঝাণ্ডা সঙ্গে আছে। বাঁশের নতুন কঞ্চিতে ফ্ল্যাগগুলো মাথার ওপরে ওড়াতে ওড়াতে দ্রুত ছন্দে এগিয়ে চলেছেন তাঁরা।

৭। কুড়ি-পঁচিশ জনের তরুণের দল। বয়স কারোরই পঁচিশ পেরিয়েছে মনে হয় না। গোটা দশেক ফ্ল্যাগ শক্ত মোটা লাঠির ডগায় বাঁধা, দ্রুত তালে এগিয়ে চলেছে সমাবেশের পথে। ওদের সঙ্গে একজন বৃদ্ধ

সাদা দাঁড়ি, মাথায় সাদা চুল, গায়ে সাদা জামা, ধীরে পদক্ষেপে পিছনে পিছনে চলেছেন।

৮। ওদের পিছনেই নারী-পুরুষের একটি দল। যুবকদের বয়সের গড় পঁচিশের বেশি নয়। মহিলাদের গড় বয়স হবে পঁচিশ-ত্রিশের মধ্যে। বুকে ব্যাজ আঁটা—চলো সবাই মিলে। থলে আছে সব্বার হাতে। শীতের পোষাক, জলখাবার মুড়ি।

সমাবেশকে সফল করতে সব থেকে অবদান যাদের বেশি সেই হারাধন ক্লাবের সদস্যদের অভিনন্দন জানান অমল হালদার। এলাকায় গরিব মানুষ এবং ১৫০ স্বেচ্ছাসেবক তিন দিন ধরে মাঠ পরিষ্কার করে সভার যোগ্য করে তোলে।

নতুন চিঠি

২৮ ডিসেম্বর, ২০১৩

তৃণমূল সরকারের মার্কশিট

পশ্চিমবঙ্গের পরম সৌভাগ্য সে এমন এক মুখ্যমন্ত্রী পেয়েছিল যিনি ১০০ দিনে রাজত্বের মাথায়ই সগর্বে ঘোষণা করে দিতে পেরেছিলেন, তাঁর নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির ৯০ ভাগই সমাধা হয়ে গেছে। কিছু দিনের মধ্যেই ৯০ কে ১০০-তে পরিণত করে ফেলার ঘোষণাও করে দিলেন। যিনি নিজেই টিম লিডার, নিজেই আম্পায়ার, তার টিমের শতরান ঠেকায় কে! দর্শক গ্যালারি থেকে চিৎকার চেচামেচি যতই হোক না কেন! কিন্তু এবার আড়াই বছরের মাথায় প্রথম ইনিংসের ভিডিও রি-প্লে করতে গিয়ে তিনি দেখলেন তাঁর টিমের সদস্যরাই তাঁকে ডুবিয়েছে। তাঁর আম্পায়ারিং-এর চোখ এড়িয়ে ৩০-৪০ রানের মাথায়ই বেশির ভাগ আউট হয়ে বসে আছে। কাজেই এবার টিম পালটানো জরুরি হয়ে পড়েছে।

আসলে জনগণকে মিথ্যা মায়ায় আচ্ছন্ন করে রাখাই যে মুখ্যমন্ত্রীর কৌশল, তা এবার ধরা পড়ে গেছে। আর ঢেকে রাখাও সম্ভব হচ্ছে না। শিল্পে যখন ডাঁটা, তখন তিনি শিল্পে জোয়ার আনার কথা ঘোষণা করেছেন। শিল্পপতিদের নিয়ে মেলা বসালেই শিল্প আসেনা। এক মঞ্চে বসে পাঁচশো প্রকল্পের ফলক উদ্বোধনকে "প্রকল্পগুলির রূপায়ন বলা চলে না। উৎসব করিয়ে, টাকা ছড়িয়ে আর নাচ-গান করে বেশি দিন মানুষকে নিজের পক্ষে ধরে রাখা যায় না। বামফ্রন্টের চৌত্রিশ বছরকে কথায় কথায় নস্যাৎ করে দিলেই মানুষের অভিজ্ঞতা মুছে যায় না। তিনি এবার টের পেতে শুরু করেছেন শুধু মিথ্যা দিয়ে মানুষকে বেশি দিন ভোলানো যায় না। মানুষ ফক্কিকারি ধরে ফেলেছে। মাফিয়া-রাজ প্রতিষ্ঠা করেও চিরদিন মানুষকে সন্ত্রস্ত করে ঘরে ঢুকিয়ে রাখা যাবে না। সমাজজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মাফিয়াদের যে আক্রমণ সংগঠিত হয়ে চলেছে, তার বিরুদ্ধে মানুষের গর্জে ওঠা বেশিদিন যে ঠেকিয়ে রাখা যাবে না তার ইঙ্গিতও মিলছে।

এই আশঙ্কা থেকেই এবার সরকারের কাজের খতিয়ানে হাত দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু তিনি নিজেই কি জানেন সঠিক পথ কোনটা। আর যতই টিম ঝারাই-বাছাই করুন, তৃণের মধ্যে বৃক্ষখোঁজাই সার হবে।

পরীক্ষার্থীদের পাশে এস এফ আই

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ২৪ ডিসেম্বর : দুস্থ ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে মাধ্যমিকের টেস্টপেপার তুলে দিলো এস এফ আই।

২৩ ডিসেম্বর পূর্বস্থলী ১ নং ব্লকের নসরৎপুর পঞ্চায়েতের ভারতের ছাত্র ফেডারেশনের উদ্যোগে সমুদগড় স্টেশনের গণেশ কর্মকার মার্কেটে এক সভায় ৫০ জন ছাত্র-ছাত্রীর হাতে টেস্টপেপার তুলে দেন প্রাক্তন মন্ত্রী অঞ্জু কর।

লোকভারতী সম্মাননা ২০১৩

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৮ ডিসেম্বর : দাশরথি-দুর্গেশ মেমোরিয়াল ট্রাস্ট-এর উদ্যোগে লোকভারতী সম্মাননা প্রদান করা হয় ২৮ ডিসেম্বর বর্ধমান হাউসের সভাকক্ষে। 'লোকভারতী' ওয়েবসাইটের উদ্বোধন করা হয়। লোকভারতী সম্মাননা প্রদান করা হয় চিত্রশিল্পী রবীন মণ্ডল, চিকিৎসক শ্যামাপ্রসাদ মণ্ডল, সাহিত্যিক বারীদবরণ ঘোষ, লেখিকা নীলা কর এবং প্রকাশনার ক্ষেত্রে সমীরণ চৌধুরী। বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের 'রবীন' তথ্যচিত্র দেখানো হয়। এদিন একটি চিত্রশিল্পী রবীন মণ্ডলের ছবি সম্বলিত একটি বার্ষিক ক্যালেণ্ডার উদ্বোধন করা হয়। ট্রাস্টের পক্ষ থেকে ৩২ জন দুস্থ ছাত্র-ছাত্রীকে পড়াশোনার জন্য আর্থিক সহযোগিতা করা হচ্ছে বলে জানান ট্রাস্টের সম্পাদক গৌতম তা। লোকভারতী সম্পাদক দেবদত্ত তা বারিদবরণ ঘোষের হাতে লোকভারতীর বর্তমান সংখ্যাটি তুলে দেন ও পত্রিকাটির আনুষ্ঠানিক প্রকাশ হয়।

এক ডজন প্রশ্ন

১. মাইক্রোনেশিয়া দেশটি কোথায়? কবে স্বাধীন হয়? রাজধানী কোথায়?
২. কার জন্মদিন উপলক্ষে জাতীয় গণিত দিবস কবে পালিত হয়? তাঁর জন্ম কবে?
৩. গণশক্তি প্রিন্টার্স প্রাইভেট লিমিটেড কবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল?
৪. একটানা দৌড়ে ৫০০ কিমি পথ অতিক্রম করে বিশ্বরেকর্ড করেন এক মহিলা, কে তিনি? কবে কোথায় দৌড় শুরু করেন?
৫. কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ কবে শান্তিনিকেতনের বিশ্বভারতীর সমস্ত সম্পত্তি ট্রাস্টের হাতে তুলে দেন?
৬. লিবিয়া কোথায় অবস্থিত? কবে স্বাধীন হয়? রাজধানী কোথায়?
৭. কোথায় এবং প্রথম কবে থেকে যীশুর জন্মদিন ক্রিসমাস ডে পালিত হয়?
৮. বিশ্বে প্রথম কোথায় ডাকবিভাগ ক্রিসমাস ডাকটিকিট প্রকাশ করে? কবে?
৯. কবে প্রথম রেডিয়াম আবিষ্কার হয়? কে কে রিডিয়ামের আবিষ্কারক?
১০. 'বিবেক শিলা' কোথায় অবস্থিত? কেন এই নাম হয়েছে?
১১. 'শতফুল বিকশিত হোক—যত আগাছা নির্মূল হোক— কার উক্তি? কবে তাঁর জন্ম?
১২. জলাতঙ্কের টিকা কে আবিষ্কার করেন? কবে কোথায় তাঁর জন্ম?

(উত্তর শেষের পাতায়)

২০১৩ সালের বিশেষ বিশেষ ঘটনাবলী

(ফিরে দেখা ২০১৩—সংকলন কাজী আব্দুল করিম)

▸ **১ জানুয়ারি :** আইভরি কোস্ট দেশের প্রধান শহর আবিজানের ফেলিক্স হাউফোয়েট বোয়েগ্নি স্টেডিয়ামে পদপিস্ট হয়ে মৃত ৬১ এবং আহত ২৫০।

▸ **৩ জানুয়ারি :** ভারতীয় জাতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ১০০ তম অধিবেশন বসে কলকাতায়। রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় উদ্বোধন করেন। ১৯১৪ সালে কলকাতাতেই জাতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন বসেছিল।

▸ **৪ জানুয়ারি :** প্রখ্যাত উর্দু কবি ও স্বাধীনতা সংগ্রামী সালেখ লক্ষ্ণৌভি (১০০) প্রয়াত হন।

▸ **৫ জানুয়ারি :** প্রখ্যাত অভিনেতা হারাধন ব্যানার্জী (৮৬) প্রয়াত হন।

▸ **১০ জানুয়ারি :** পাকিস্তানের বালুচিস্তানের কোয়েটায় বোমা বিস্ফোরণে ১০০ জনের মৃত্যু এবং ১২০ জন জখম হন।

▸ **১৩ জানুয়ারি :** সৌদি রাজা আবদুল্লা বিন আবদুল আজিদ ৩০ জন মহিলাকে সৌদি আইনসভায় মনোনয়ন দেন।

▸ **১৩ জানুয়ারি :** ভারতের প্রাক্তন টেস্ট ক্রিকেটার রুসি সুর্তি(৭৬) প্রয়াত হন।

▸ **১৫ জানুয়ারি :** বিশিষ্ট সাহিত্যিক মিহির সেন(৮৭) প্রয়াত হন।

▸ **১৬ জানুয়ারি :** প্রখ্যাত সাহিত্যিক আবদুস শাকুর প্রয়াত হন।

▸ **১৬ জানুয়ারি :** লন্ডনে একটি হেলিকপ্টার ভেঙে পড়লে ২ জনের মৃত্যু এবং ২টি গাড়ি সহ ১১ জন জখম হন।

▸ **১৭ জানুয়ারি :** ঝাড়খণ্ডে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হয়।

▸ **২০ জানুয়ারি :** দমদম আন্তর্জাতিক বিমান উড়ান টার্মিনাল ভবনের উদ্বোধন করেন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখপাধ্যায়।

▸ **২১ জানুয়ারি :** প্রবীণ কমিউনিস্ট নেতা, কলকাতার প্রাক্তন মেয়র, কমল বসু প্রয়াত হন।

▸ **২৭ জানুয়ারি :** ব্রাজিলের রিওগ্রাণ্ডে দো সুল প্রদেশের সান্তা মারিয়া শহরে এক নাইট ক্লাবে আগুন লাগায় ২৩৩ জনের মৃত্যু এবং শতাধিক আহত হন।

▸ **২৭ জানুয়ারি :** জনপ্রিয় বাউল গায়ক গৌর দাস পথ দুর্ঘটনায় মারা যান।

▸ **২৭ জানুয়ারি :** পশ্চিমবঙ্গ কৃষকসভার রাজ্য সম্মেলন থেকে সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচিত হন যথাক্রমে মদন ঘোষ ও নৃপেন চৌধুরী।

▸ **২৮ জানুয়ারি :** সাংবাদিক ও ঐতিহাসিক স্টানলি কারনোর প্রয়াত হন।

▸ **২৮ জানুয়ারি :** ক্রীড়া সাংবাদিক ও সাহিত্যিক সুপ্রিয় সেন প্রয়াত হন।

▸ **১ ফেব্রুয়ারি :** প্রখ্যাত শিল্পী, শিক্ষক ও লেখক শানু লাহিড়ি (৮৫) প্রয়াত হন।

▸ **১ ফেব্রুয়ারি :** পশ্চিম জার্মানির ব্লাক ফরেস্ট এলাকায় উট খামারে আগুন লাগায় ৮৬টি উটের মৃত্যু ঘটে।

▸ **২ ফেব্রুয়ারি :** 'লেজার' উদ্ভাবনের জন্য আমেরিকা ন্যাশনাল মেডেল অব টেকনোলজি পুরস্কার পান ভারতীয় বিজ্ঞানী রঙ্গরাজ শ্রী নিবাসন।

▸ **৩ ফেব্রুয়ারি :** নোবেলজয়ী সাহিত্যিক সোন ইনোসলকে চীন দেশের সংসদে মনোনীত সদস্য করা হয়।

▸ **৩ ফেব্রুয়ারি :** ইরানের রাষ্ট্রপতি মহঃ আহমদিনেজার নিজস্ব প্রযুক্তিতে তৈরি বিশ্বের আধুনিকতম যুদ্ধ বিমানের উদ্বোধন করেন।

▸ **৩ ফেব্রুয়ারি :** ইরাকের কিবকুকে পুলিশের সদর দপ্তরের প্রবেশপথে এক আত্মঘাতী গাড়ি বিস্ফোরণে ৩৩ জনের মৃত্যু ও ৭০ জন আহত হন।

▸ **৫ ফেব্রুয়ারি :** বিশিষ্ট নাট্যকার ইন্দ্রাশিস লাহিড়ী প্রয়াত হন।

▸ **৮ ফেব্রুয়ারি :** রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল অনিন্দ্য মিত্র পদত্যাগ করায় নতুন অ্যাডভোকেট জেনারেল হন বিমল চ্যাটার্জী।

▸ **৯ ফেব্রুয়ারি :** দিল্লির সংসদ ভবনে হামলা (১৩-১২-২০০১) চালানোর অভিযোগে ধৃত মহঃ আফজল গুরুর ফাঁসি হয়। জেলের মধ্যেই তার কবর হয়।

▸ **৯ ফেব্রুয়ারি :** আমেরিকার নিউইয়র্কে তুষারঝড় 'নেমো'র কবলে জনজীবন স্তব্ধ হয়। ৩২ ইঞ্চি বরফ জমে।

▸ **১০ ফেব্রুয়ারি :** বোস্টনে দু'ফুট গভীর বরফ জমে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়।

▸ **১০ ফেব্রুয়ারি :** এলাহাবাদের দারাগঞ্জে রেল স্টেশনে ভিড়ের চাপে কাঠের ফুট ব্রিজ ভেঙে পড়লে ২০ জনের মৃত্যু এবং ১০০ জন আহত হন।

▸ **১১ ফেব্রুয়ারি :** পোপ ষোড়শ বেনেডিক্ট বয়সজনিত কারণে পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন। তিনি পোপ হন ১৯-৪-২০০৫ সালে।

▸ **১৩ ফেব্রুয়ারি :** শতবর্ষে পা রাখেন রাজ্যের প্রবীণতম জীবিত প্রাক্তন বিধায়ক (কাটোয়ার ৬৯ সালে) নিত্যানন্দ ঠাকুর।

▸ **১৫ ফেব্রুয়ারি :** প্রখ্যাত ডাক্তার (নাক কানগলা), প্রাক্তন মেয়র (কলকাতা) আবিরলাল মুখার্জী (৮৫) প্রয়াত হন।

▸ **১৫ ফেব্রুয়ারি :** ফ্রান্সের সর্বোচ্চ সম্মান 'লিজঁ দ্য নর' পান নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন।

▸ **১৫ ফেব্রুয়ারি :** রাশিয়ার চেলিয়াবিনস্কের উরাল সিটিতে দশ হাজার টনের একটি বৃহদাকৃতি উল্কা (১৭ মিটার দীর্ঘ) খসে পড়লে ১০০০ জন জখম এবং তিন হাজার বাড়ির ক্ষতি হয়।

▸ **১৫ ফেব্রুয়ারি :** পাকিস্তানের বালুচিস্তানে উগ্রপন্থী হামলায় ৮৯ জন নিহত হন।

▸ **১৮ ফেব্রুয়ারি :** বিশিষ্ট সমাজসেবী এলা রমেশ ভাট ইন্দিরাগান্ধি পুরস্কার গ্রহণ করেন রাষ্ট্রপতির হাত থেকে।

▸ **১৯ ফেব্রুয়ারি :** ইয়েমেনের রাজধানী সানায় একটি সেনাবাহিনীর বিমানভেঙে পড়লে ৯ জনের মৃত্যু ঘটে।

▸ **২০ ফেব্রুয়ারি :** শিল্পপতি সমাজসেবী উহপ্রোর আজিম প্রেমজি তাঁর ব্যক্তিগত ধনসম্পদের অর্ধেকটা দান করেন গিভিং প্লেজ সংস্থায়।

▸ **২১ ফেব্রুয়ারি :** সহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখার্জী সাহিত্যরত্ন পুরস্কার পান।

▸ **২৫ ফেব্রুয়ারি :** কিউবায় রাষ্ট্রপতি পদে পুনর্নির্বাচিত হন রাউল কাস্ত্রো।

▸ **২৫ ফেব্রুয়ারি :** দক্ষিণ কোরিয়ায় প্রথম মহিলা রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন পার্ক জিউন হাই।

▸ **২৭ ফেব্রুয়ারি :** প্রখ্যাত ফরাসি সাহিত্যিক ও ক্যাসিবাদ বিরোধী সমাজকর্মী স্টিফেন হেসেনের(৯৫) মৃত্যু ঘটে।

▸ **২৮ ফেব্রুয়ারি :** ষোড়শ পোপ বেনেডিক্ট স্বেচ্ছায় অবসর নেন।

▸ **১ মার্চ :** বাংলাদেশে দাঙ্গায় ৪৯ জনের মৃত্যু ঘটে।

▸ **৪ মার্চ :** বেনারস ঘরানার সঙ্গীতশিল্পী পূর্ণিমা চৌধুরী (৬৮) প্রয়াত হন।

▸ **৫ মার্চ :** স্বপ্ন দেখা, স্বপ্ন দেখানো এবং স্বপ্ন পূরণের অবিরাম যোদ্ধা ভেনেজুয়েলার রাষ্ট্রপতি উগো স্যাভেজ ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হন।

▸ **৬ মার্চ :** ত্রিপুরায় মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে চতুর্থবার শপথ নেন মানিক সরকার।

▸ **১২ মার্চ :** বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী গনেশ পাইন প্রয়াত হন।

▸ **১৩ মার্চ :** নতুন পোপ (২৬৬ তম) নির্বাচিত হন আর্জেন্টিয়ার জর্জ আরিও বেরগো গলিও নতুন নাম পোপ ফ্রান্সিস।

▸ **১৪ মার্চ :** চীনের রাষ্ট্রপতি পদে অভিসিক্ত হন শি জিন পিং।

▸ **১৫ মার্চ :** চীনের প্রধানমন্ত্রী হন লি ভেকিয়াং।

▸ **১৫ মার্চ :** রাজ্যমহিলা কমিশনের প্রথম চেয়ারপার্সন বেলা দত্তগুপ্ত (৯৩) প্রয়াত হন।

▸ **২০ মার্চ :** বাংলাদেশের ১৯ তম রাষ্ট্রপতি জিল্লুর রহমান (৮১) প্রয়াত হন।

▸ **২২ মার্চ :** প্রখ্যাত নাইজিরীয় সাহিত্যিক চিনুয়া আচেবে (৮২) প্রয়াত হন। তাঁর বই 'হিংস ফল অ্যাপার্ট ৮০ লক্ষ কপি বিক্রি হয়েছে।

▸ **২৯ মার্চ :** প্রখ্যাত হলিউড অভিনেতা রিচার্ড গ্রিফিথস লণ্ডনে প্রয়াত হন।

▸ **৩১ মার্চ :** অস্ট্রেলিয়ার মেলবর্ণে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে অমিতাভ বচ্চনকে সম্মানিত করা হয়।

▸ **৩১ মার্চ :** প্রখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী সনৎ সিংহ (৮৬) প্রয়াত হন।

▸ **৮ এপ্রিল :** ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচার(৮৭) প্রয়াত হন। পুর নাম ব্যারনেস মার্গারেট হিলডা থ্যাচার।

▸ **১০ এপ্রিল :** বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী, মাস্টারদা সূর্য সেনের সহকর্মী বিনোদ বিহারী চৌধুরী (১০৩) প্রয়াত হন।

▸ **১৩ এপ্রিল :** ৯ বার বিধানসভায় জয়ী বিধায়ক, সি পি আই(এম) নেতা কামাখ্যা নন্দন মহাপাত্র (৭৬) প্রয়াত হন।

▸ **১৪ এপ্রিল :** বিশিষ্ট শিল্পপতি রমা প্রসাদ গোয়েঙ্গা (৮৩) প্রয়াত হন।

▸ **১৬ এপ্রিল :** পাকিস্তানে বালুচিস্তানের মাসকেল শহরে ও আশপাশের গ্রামে ভূকম্পনে (৫.৭রি. স্কেল) কয়েকশত বাড়ি ধ্বংস হয়। মৃত৪০।

▸ **২০ এপ্রিল :** চীনে ভূমিকম্পে ১৫৬ জনের মৃত্যু এবং হাজার জন আহত সহ ব্যাপক ক্ষতি হয়।

▸ **২২ এপ্রিল :** নারীনিগ্রহ বিরোধী আইনের রূপকার প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি জগদীশ সরণ ভার্মা(৮০) প্রয়াত।

▸ **২৩ এপ্রিল :** বিশিষ্ট লোকসঙ্গীত শিল্পী প্রহলাদ ব্রহ্মচারী (৭৩) প্রয়াত হন।

▸ **২৪ এপ্রিল :** কিংবদন্তী সঙ্গীতশিল্পী শামসাদ বেগম (৯৪) প্রয়াত হন।

▸ **২৪ এপ্রিল :** ঢাকার উপকণ্ঠে সাভাবে একটি বহুতল বাড়ি রানা প্লাজা ভেঙে পড়লে ১১২৭ জন বস্ত্র শ্রমিকের মৃত্যু হয়। গুরুতর আহত হন ১০০০ জন।

▸ **৩০ এপ্রিল :** বাংলাদেশে প্রথম মহিলা স্পিকার নির্বাচিত হন শিরীন শারমিন চৌধুরী।

▸ **৯ মে :** আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুন্যাল ১৯৭১ সালে পূর্ববাংলার যুদ্ধাপরাধের দায়ে মহঃ কামারুজ্জামানকে মৃত্যুদণ্ড দেয়।

▸ **১২ মে :** ২৪ এপ্রিল বহুতল বাড়ি ভেঙে চাপা পড়ে থাকার পর ১৭ দিন পর জীবিত অবস্থায় বের হন রেশমি বেগম নামে এক শ্রমিক।

▸ **১৫ মে :** ঘূর্ণিঝড় মহাসেন শ্রীলঙ্কায় তাণ্ডব চালিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে ধ্বংসলীলা চালায়।

▸ **১৭ মে :** চাঁদের বুকে ৪০ কিগ্রার একটি উল্কা ৫৬ হাজার মাইল বেগে এসে পড়ে। তাতে ৬৬ ফুটের গর্তের সৃষ্টি হয়। নাশার বিজ্ঞানীরা তা প্রত্যক্ষ করেন।

▸ **১৮ মে :** বাঙালি মেয়ে ছন্দা গায়েন এভারেস্ট জয় করেন।

▸ **২০ মে :** চীনের প্রধানমন্ত্রী লি ডোকিয়াঙ ভারত সফরে আসেন।

▸ **২১ মে :** এক পা কাটা অরুনিমা ওরফে সোনু সিনহা যাকে দু'বছর আগে ট্রেন থেকে ছিনতাইকারীরা ফেলে দিয়েছিল ফলে একটা পা কেটে বাদ যায় সেই অরুনিমা এভারেস্ট জয় করে।

▸ **২১ মে :** মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওকলা হামায় টর্নেডো ঝড়ে ব্যাপক ক্ষতি হয়।

▸ **২৩ মে :** প্রাবন্ধিক, নারী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত লতিকা সরকার প্রয়াত।

▸ **২৪ মে :** ৮০ বছরের যুবক জাপানের ইউচিরো মিউরা এভারেস্ট জয় করেন। তিনি ২০০৩ সালেও এভারেস্ট জয় করেছিলেন।

▸ **২৫ মে :** তীব্র তাপদহে অন্ধ্রপ্রদেশে একদিনে ১৩০ জনের মৃত্যু হয়।

▸ **২৬ মে :** ৮১ বছর বয়সে পর্বতারোহী মিন বাহাদুর শের চান এভারেস্ট জয় করেন। এর আগে তিনি ২০০৯ সালে এভারেস্টে উঠেছিলেন।

▸ **৩০ মে :** প্রখ্যাত চিত্রপরিচালক ঋতুপর্ণা ঘোষ ও কর্মচারী আন্দোলনের নেতা ভবতোষ রায় প্রয়াত হন।

▸ **৩১ মে :** নারী আন্দোলনের প্রতীক বীনা মজুমদার (৮৬) প্রয়াত হন।

(চলবে...)

অন্য সংস্কৃতি

শব্দের পাড়ে কবিতারা এখন

ঝর্ণা মুখোপাধ্যায়

আধুনিক কবিতা এখন শব্দের মুখোমুখি। প্রচলিত রীতি ছেড়ে শব্দস্রোতে কাঠামোর ভঙ্গি বদল। আধুনিক কাব্যে যে শব্দের প্রয়োগ তা সাধারণ মানুষের মনের দরজায় আলাদা কোনো আলো ফেলে না। গতিময় মুখের ভাষা ছেড়ে খুঁজে চলেছে নতুন শব্দ, হৃদয় দিয়ে স্পর্শ করানোর চেষ্টার সাথে শব্দের নিত্য নতুন ধ্বনি-বিকাশের রাস্তা। আধুনিক কবিতা তাই মধুরের উপরে উজ্জ্বলতা বিস্তার। গাছের আলো ছায়ায় নৃত্যভঙ্গি। মিশেছে শব্দের জালে। আধুনিকতা মানেই তো স্বতন্ত্র ও অভিনন্দিত ভাবে এগিয়ে চলার আলোর অঞ্জলি। সমস্ত যুগেই এই ভাঙাগড়া চলেছে। শব্দচয়ন, বর্ণনায় ও শব্দঝংকারে একটা যুগের অবসান ঘটালেন কবি জয়দেব। সেই নিয়ম রীতি ঝংকার—কবির ধ্যানমগ্নতা ঘিরে বৈষ্ণবকাব্য, মঙ্গলকাব্য, পাঁচালি পেরিয়ে মধুসূদনের কাব্যমালা। আবার এল ভাঙন। এ ভাঙনের মুখে কবি ঈশ্বর গুপ্ত হলেন নতুন পদ্ধতির আদি কবি। তাঁর কাব্যে দেখা গেল স্ব-সমাজ ও স্বদেশ নীতির কথা। তাঁকে সাহিত্যগুরু বলা হলেও সে সময়ের শিক্ষিত সমাজের কাছে কিন্তু তিনি আদরণীয় হলেন না। চলার পথের বাঁকে আবার এক অবিশ্বাস্য জাগরণ ঘটিয়েছিলেন ঠাকুর পরিবার। এই পরিবারের বিশেষ একজন ভারতের শ্রেষ্ঠতম কবি। তিনি রবীন্দ্রনাথ। তাঁর আলোতে কাব্যজগতে রস-রূপ-সৌন্দর্য-দেশভাবনার যে কাব্য প্রতিমা তৈরি হলো তা বাংলা কবিতার রূপকেই পাল্টে দিল। তিনি নিজেই নতুন ভাষা সৃষ্টি করেছেন।

এল কল্লোল যুগ। অনেক কবি অনেক ভাবনার বর্ণচ্ছটা বিকিরণ করে এখনো সেই পথ ধরে আলো জ্বেলে চলেছেন। এরই মধ্যে অত্যাধুনিক অনেক কবির আবির্ভাব ঘটে চলেছে। এও এক বিদ্রোহ। তাঁদের মর্জি বিজ্ঞান-দর্শন ঘিরে। সৃজনের একমাত্র চাবিকাঠি অন্ধকারের অতলান্ততায় দিনের আলো খুঁজে বেড়ানো। কবির ফসলে সময়ের ব্যবহার আর উপাদান অভিজ্ঞতার সমষ্টি। এ অভিজ্ঞতা তাঁরা জড়ো করছেন শিক্ষা থেকে, কর্মস্থল থেকে, প্রত্যক্ষ দেখা বাস্তব থেকে, গ্রন্থপাঠ বা জীবনের যন্ত্রণা থেকে। এসব রসের সমাহারে আধুনিক কবিদের কাব্য-প্রাঙ্গণে এসেছে নতুন এক স্রোত। জীবনরসের ছবি। শব্দের মিছিলে যে কাব্যশরীর, তাতে নতুন নতুন শব্দ, ইংরাজি শব্দ, বেদনা, হতাশা, ইন্দ্রিয়-কামনার কথা। চেতনার গভীর স্তরে এখনকার কবিরা যে শব্দচিত্র আঁকেন, তা তাঁর বোধের প্রকাশ। নীরব ভাষা ছিঁড়ে বেরিয়ে আসে a strong personal, তাঁর কাব্যে প্রতিফলিত হয় কবির স্বভাব, পেশা, শিক্ষার প্রবল ছাপ। এ কবিতা কবির জন্য। আলগোছে এক টুকরো স্বপ্ন ফেলে রেখে যায়। বর্তমানে আধুনিক কবিতায় থাকে শব্দের নকশা। একটা শব্দ বা লাইন ক্ষিপ্রতার সঙ্গে মনে বসে ভাবের সৃষ্টি করে এবং ক্রমশ আধিপত্য বিস্তার করে। ধীরে ধীরে বর্ষা বিকেলের এক ঝাঁক বকের সারি কালো মেঘের তলা দিয়ে সৌন্দর্য ছড়িয়ে দেয়। অপূর্ব দৃশ্যের সুন্দরী-ঝংকার পাঠকের মনে নিশ্চিন্ত ঘটনা ঘটিয়ে চলে। বার বার কবিতাটি পড়ার পর, বিচিত্র এ উপলব্ধি এক ঝলক টাটকা বাস্তব, মনের পাতাগুলোকে কাঁপিয়ে দেয়। বর্তমান সমাজটা তো বাস করছে জড়ের সাথে। ভাষার সাথে জড়ের সংগ্রাম বিরামহীন। দ্বন্দ্বময় চৈতন্যে নিরন্তর বিবর্তন ঘটে চলেছে। আধুনিক কবিতা পরম্পরাকে বিশ্বাস করে না। যুগোপযোগী চঞ্চলতার ছোঁয়া কবির উষ্ণতায় ডানা মেলে। শব্দের টুপটাপ ধ্বনি কবিকে তাঁর লক্ষ্যে পৌঁছাতে যেমন সাহায্য করে তেমনই রহস্যময়তা কাব্যের শরীরে দাপিয়ে বেড়ায়। কবিতার কণ্ঠস্বর কখনো তাজমহল, কখনো পিরামিড, কখনো সড়কে আটকে প্রবল ধাক্কা খেতে খেতে ভাস্কর্য আঁকে। কাঁড়া-আকাঁড়া শব্দেরা কবির মেজাজে ওঠানামা করে। আধুনিক কবিতা-অন্তরে প্রোথিত রসোজ্জ্বল দৃষ্টি, পরিচিত ঘটনাকে মগজের অস্ত্র করে। মুগ্ধতাকে মুখর করে। আধুনিক কবিতারা এখন শব্দের পাড়ে ঝিলিক দেয়। পড়তে পড়তে শব্দের ছোঁয়া ঘেরাটোপের বন্ধন ছিঁড়ে মনের আকাশ পরিক্রমা করে।

অণু গল্প

নবান্ন

কাকলি ঘোষ

—আজকেও ট্রেন ফেল করতে করতে বেঁচে গেলে সর্বাণীদি।

—আর বলিস না পাপিয়া, ছেলেমেয়েদের খাবার রেডি করে, টিফিন ভরে দিয়ে তারপর বেরোলাম। ছ'টা পর্যন্ত বসে থেকে থেকে মালতী এলো না। সব কাজ সারতে সারতে দেরি হয়ে গেল।

—যা বলেছো, আমাদের কেবল দিন রাত কুকুরের মতো ছোটা।

—তা মালতী এলো না কেন?

—কেন আবার! ক'দিন ধরেই ছুটি ছুটি বলছিল। নবান্ন খেতে গেছে বাপের বাড়িতে।

—ওরাই আছে ভালো। চিন্তা নেই, ভাবনা নেই। বছর বছর ছেলেপুলে, আর ঠাট দেখো সব।

—হ্যাঁ, ওরাই ভালো আছে।

পাপিয়া, রীনা, সর্বাণী সবার কাছেই ওরা একটা শ্রেণি। সুযোগ-সন্ধানী, লোভী, ফাঁকি দেওয়ায় যাদের জুড়ি নেই। ট্রেনের দরজায় বসে বসে কৃষ্ণা তাই ভাবে। কোন ভোরে উঠে বাড়ির কাজ সেরে ট্রেনে চেপে কাজ করতে বেরোনো। তারপর এখন ফেরা। দু'মুঠো ভাতের জন্য নাকে দড়ি দিয়ে ছোটা। আর তারাই ভালো আছে। হায়রে ...

দুই

মালতী বেল বাজায়। সর্বাণী একরাশ বিরক্তি নিয়ে ঘুমচোখে দরজা খুলতে ওঠে।

—সপ্তাহে একদিন ছুটি, একটু আয়েশ করে ঘুমাবো তার উপায় নেই। রাগে গজগজ করে সর্বাণী।

—ও মহারানি! নবান খাওয়া হলো। আবার ছেলেটাকে এনেছিস। তোকে বলেছি না, ওকে নিয়ে আসবি না।

—কী করব দিদিমনি। ওর বাবা সকালে উঠেই রিক্সা নিয়ে বেরিয়ে গেল, কোথায় রেখে আসব? তাই নিয়ে এলাম।

—বেশ, এখানে বসিয়ে রাখ। তাড়াতাড়ি বাসনগুলো মেজে নে। আজকে বাড়িতে ক'জন গেস্ট আসবে।

—তাই নাকি বৌদি। তা আমাকে বোলো, কোনো সাহায্য লাগলে করে দেব।

—হ্যাঁ, দাদা-বৌদিরা নটার মধ্যেই এসে পড়বে। তুই স্যান্ডউইচের আলুটা সেদ্ধ করতে বসিয়ে দে। দেখি তোর দাদাকে ডাকি। বাজারে যেতে হবে তো।

খাওয়ার পাট চুকতে চুকতে বেলা আড়াইটা। বারান্দায় বসে মালতী আর রাজা ঠাণ্ডা করকরে ভাত মাংসের ঝোল আলু দিয়ে মেখে খায়। এক পিসই মাংস, মালতী ছেলের পাতেই তুলে দেয়। খেতে খেতে নন্দ বৌদির কথা কানে আসে।

—বৌদি, বিরিয়ানির প্রিপারেশনটা আজকে শিখিয়ে দেবে। রাত্রে বিরিয়ানি করব।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, সোজা ব্যাপার। খাতা পেন এনে লিখে নে। তার সঙ্গে চিকেনের চাপের প্রিপারেশনটাও লিখে নে।

—মা, বিরিয়ানি কী মা? চিকেনের চাপ কেমন খেতে? রাজা মালতীর আঁচল টেনে ধরে।

—ওই তো, বড় বড় মাংসের টুকরো দিয়ে বিরিয়ানি করে। খাইনি কখনও। ভালোই হবে বোধ হয়।

—মা, আজকে কী এদের লবান? এত ভালো ভালো খাবার করছে।

—দূর বোকা।

—মামাদের বাড়ির লবানে চৌধুরীবাড়িতে তো ভাত-ডাল-চারটে ভাজা দিয়েছিল। মাছ করেছিল, মাংস তো করে নাই। মা আমরাও লবান করব মা। মাংস দিয়ে বিরিয়ানি বানাব।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে মালতী। তাদের হা অন্ন জীবনে লবান কোথায়? তাদের কাছে জীবনটা বিরিয়ানির পেলবতা নয়। এক মুঠো ভাতের হাহাকার।

বড়দিনে একদিন

রত্না রশীদ

সেটা সম্ভবত ২০১০-এর ২৫ ডিসেম্বর। ছেলের কাছে অস্ট্রেলিয়ার এ্যাডিলেডে আছি। বৌমা ও নাতি সঙ্গে রয়েছে। মাস দেড় দুই আগে থেকেই এলাকার সমস্ত দোকানপাট-ব্যাঙ্ক অফিস -কাফে রেস্তোরাঁ সব পরীর মতো ঝাঁ চকচকে সেজেগুজে প্রতীক্ষা করছে কবে আসবে সেই বড়দিন—ক্রিশমাস। যেখানেই যাই সর্বত্র আলোয় আলোকিত মানুষের ঝলমলে মুখ। বিরাট বিরাট অফার রয়েছে সর্বত্র। কিছু না—এমনি ব্যাঙ্কে গেছি টাকা তুলতে—সেখানেও দেখছি হৃষ্টপুষ্ট মোটাসোটা দামি-দামি চকোলেট-ক্যান্ডি হাতে গুঁজে দিচ্ছে কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধিরা। এবং নিচ্ছেও দেখছি প্রত্যেকে। নিজে তো সুগার পেশেন্ট। তবু লোভে পড়ে দু-চারটে মুখে পুরছি না—এমন তো নয়। অস্ট্রেলিয়ার ডেয়ারি প্রডাক্ট তো বিশ্ববিখ্যাত। তাই লোভ সামলানো চাট্টিখানি কথা নয়। তবু নয় নয় করে বিশাল একটা স্টক হয়ে গেলো চকোলেট-ক্যান্ডির। নিজেরগুলো তো আছেই, বাড়ির পুঁচকেটার স্টকও আমাকে বইতে হয়। এমনই কপাল আমার, পুঁচকেজনটি শিষ্টাচার বজায় রাখতে হাত পেতে ওগুলো নিলেও, ভুলেও একটা মুখে ফেলছে না। ও মিষ্টি কোনো জিনিস খায় না। জন্মদিনে পায়েসের বাটি থেকে চামচের ডগা দিয়ে টুকুস পায়েস জোর করে মুখে গুঁজে দিতে চাইলে আক্ষেপ করেন জ্ঞানবৃদ্ধ—''সুগার তো হোয়াইট পয়েজন। জন্মদিনে এটা কেন? তোমরা নুন-ঝাল দিয়ে পায়েস রান্না করতে শেখো নি কেন?''

যস্মিন দেশে যদাচার। মাসখানেক আগে থেকে তোড়জোড় শুরু হয়েছে আমাদের বাড়িতেও। ক্রিশমাস ট্রি, স্টার্স্, বেলস্, গোল্ডেন, সিলভার রিবন, টুনি বালবের মোহময়ী আলো— এসবই একটু একটু করে বাজার থেকে বাড়ি আসছিল। আমাদের বাড়ির ঠিক উল্টোদিকেই এক বয়স্ক দম্পতি থাকেন— জন ও বুলা। ওরা জন্মগতভাবে গ্রিক। এখন অস্ট্রেলিয়ান নাগরিক। কী জানি কেন, ওরা আমাদের খুব ভালবাসে— রোজ দুবেলা খোঁজখবর নেয়, খাবার-দাবার লেনদেন চলে দু-বাড়ির মধ্যে। বুলা কথায় কথায় একদিন বলল—ও গ্রিসিয়ান স্টাইলে বড়দিনের ফ্রুটকেক বানাবে। আমরা চাইলে আমাদের শিখিয়েও দেবে। আমরা যেন আমাদের নিজেদের স্টাইলে কেক তৈরি করি। তাহলে দু-বাড়িরই দুরকম হোমমেড কেক চেখে দেখা যাবে। এ ছাড়াও গিফ্ট হিসেবে অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে বন্ধুদের কাছ থেকে সুন্দর-সুন্দর কেক- পেস্ট্রি তো আসবেই। আমরাও অনেক কিনেছি অন্যদের গিফ্ট করার জন্য। কেনার সঙ্গে কি ঘরের জিনিসের তুলনা হয়।

আমি আর বৌমা 'কী কেক বানাই— কী কেক বানাই'—যেটা আবার নাকি বুলার স্টাইলের সঙ্গে মিলবে না, সে চিন্তায় চিন্তায় রেসিপি ঘেঁটে ঘেঁটে যখন আধপাগলা, জ্ঞানবৃদ্ধ নাতি তখন আচমকাই জিজ্ঞেস করলো— আম্মা, তোমরা বাংলায় কেক-কে কি বলো?

—কেন রে, ককেই বলি!

—যাঃ বাবা, বাংলায় কেকের কোনো নাম নেই? সুইটকে বলো মিষ্টি, সুগারকে বলো চিনি, আর কেক-এর বলোয় নাম নেই?

—এখান থেকে কী করে বাংলা নাম নেবো! এরা কেউ বাংলা জানে! তোমারই উচিত ছিল কেক-এর একটা সুন্দর দেখে নাম নিয়ে আসা।

—তাই তো। খুব ভুল হয়ে গেছে ভাই। পরের বারে চেষ্টা করে দেখবো।

ভুল স্বীকার করার পর বা 'স্যরি' বলে ফেললে আমার সাহেব-নাতি আর কখনো কথা বাড়ায় না। ও নিজের কাজে চলে গেলে বৌমা আর আমি সত্যি-সত্যি বাংলা পিঠে গড়তে বসলাম। এটা বেশ একটা নতুনত্ব হবে।

আগেই বলেছি ওখানকার ডেয়ারি প্রডাক্ট, তুলনাহীন। দুধই পাওয়া যায় ৭/৮ রকম গাঢ়তায়। একেবারে ক্ষীর থেকে পাতলা। যেমন যেমন চাইবেন। কাজেকাজেই দুধপুলি, ক্ষীরপুলি, পাটিসাপ্টা খুব সহজে, প্রায় অনায়াসে হাতে হাতে আমি আর বৌমা ঘন্টা তিনেকের মধ্যেই গড়ে ফেললাম। দুধ-পুলিটা বেশ ঘন ঘন করে বুলাদের জন্য আলাদা বড় বাটিতে তুলে ফ্রিজে জমতে দিলাম। আর একটু বেশি ঘন করে গোবিন্দভোগ চালের গুঁড়ো দিয়ে তৈরি করলাম ফিরনি। সেটা তো বাটিতে বাটিতে ফ্রিজে আলাদা ভাবে জমে একেবারে জমা-ঠাণ্ডা কেক-এর আকার নিল। বুলা তো প্রচণ্ড খুশি আর ভীষণই অবাক।

—দিস ইজ ইওর বেঙ্গলি কেক! হাউ নাইস! হাউ সুইট! হাউ ডিলিশিয়াস!'

ওর মুগ্ধতা আর বাঁধ মানে না। একমাত্র পাটিসাপটাটাই যা একটু আইডেন্টিফাই করতে পারল বুলা—দিস ইস আর‍্যাপ্, আ কাইন্ড অফ প্যান কেক, — ইস ইট?

তালুফাটা গ্রীষ্মে, এ্যাডিলেডে যখন ছত্রিশ ডিগ্রির গনগনে গরম, স্যান্টা এসেছে সুইমিং কস্টিউম পরে ক্রিশমাস-এর গিফ্ট নিয়ে, —আমরা শাশুড়ি-বৌ দিব্যি পৌষ-সংক্রান্তির কনকনে ঠাণ্ডার পিঠে ঐ গনগনে গ্রীষ্মে কেক বলে চালিয়ে দিলাম সেবার। তবে পার পেলাম না নাতির কাছে। ও তো একবিন্দু মিষ্টিও মুখে দেবে না। ওর জন্য ঐ পাটিসাপ্টাই, একটু রকমফের করে—ডিম ময়দার মিশ্রণে নুন-ঝাল দিয়ে পাটিসাপ্টা তৈরি করে, তার ভেতর টুনা মাছের পুর দিয়ে ওকে তৈরি করে দিলাম।—'প্যানকেক র‍্যাপেড ইন টুনা ফিস।' ও তো মহানন্দে বন্ধু-বান্ধব ডেকে নিয়ে এসে খেল-খাওয়ালো। আমি একটা মন্ত্র শিখিয়ে দিলাম ওকে— আমাদের দেশে কেক খাওয়ার সময় এই মন্ত্রটা বলতে বলতে খেলে তাড়াতাড়ি হজম হয়ে যায়— কাজেই খাবি আর সঙ্গে সঙ্গে বলবি— 'পেটে খেলে পিঠে সয়, —পিঠে খেলে পেটে সয়।'

নাতি যাও বা দু-একবার ঠোঁট-জিভ কামড়ে আওড়াতে চেষ্টা করলে, ওর বন্ধুদের তো ঠোঁটেই এল না ঐ পিঠে খাবার মন্ত্র-তন্ত্র।

একান্তে

আবদুর রশীদ চৌধুরী

খিড়কিটা বন্ধ হয়ে যায়
আঁধারে ডুবে যায়
খিল্‌তোলা ঘর।

ঘরে আছে বিছানা-বালিশ
টেবিল-চেয়ার, বই আর বই।
বিজলি বাতি জ্বলে সারা রাত
সফেদ বিছানায়
পিয়াসী অনুরণন।

বালিশে গড়িয়ে পড়ে লুই
এ পাশ, ও পাশ, পা-ঠোঁকা শব্দ
আন্তর শ্বাসে গরমি অনুবন্ধ—
তবু পড়া বলে,
আলোয় ঝাপসা হয় চোখ
অবজ্ঞার ইচ্ছা-অবহেলার
চলন মহাছন্দ।

অজান্তে কোন সময়
ঘুম এসে যায়
অন্ধকারের মহাগভীর অতলে
ককিয়ে ওঠে স্তরীভূত আর্তনাদ।
কাল থেকে মহাকালের ঘূর্ণিচক্রে
পাকদণ্ডী পথ ধরে এগুতে থাকে
জীবন-যাপন-মহাচলন
অঙ্গীকরণ
খামে না একবারও—
শুধুই দ্বন্দ্ব প্রকরণ
—শুধুই দ্বন্দ্ব প্রকরণ
শুধুই দ্বন্দ্ব প্রকরণ।

অনুভবের কবিতা

মলয় রায়

কমরেড ধৈর্য্য ধর আর একটু।
কপাট খুলে দেখ,
সময়ের বুকে লাল আভা
আগুনের ডালা খুলে দেখ
কত শব্দ। সলতে উসকে
বসে আছে কত মুখ।

কপোতের কাতর যন্ত্রণায়
নির্বাক কুঠুরি গুলো
সবাক হয়েছে ফের।

আস্তে আস্তে পাতলা হয়ে যাচ্ছে
ওদের পাদানির কাঠ।
আগুন ঝরা চোখ
বিছিয়ে দিয়েছি
আঁধার ভরা রাস্তাগুলোয়।

আহত বিদ্যুতের ঝলক পেতে
সুইচগুলো অন করার অপেক্ষায়।
আর একটু ধৈর্য্য ধর কমরেড।

ফের জেগে উঠছে
গ্রাম শহর পাড়া
শানানো দেওয়ালে ফুটে উঠছে
লেনিন-রবীন্দ্রনাথ।
মানুষের আর্তনাদে ফুটে উঠছে
বিজয়ীর শপথ। ''অত্যাচারীর নয়
শেষ কথা বলে জনগণ।''
ফুটে উঠছে
কাস্তে হাতুড়ি তারা।।

পরিবেশ রক্ষার শ্লোগানে উৎসব পূর্বস্থলীতে

খাওয়া-দাওয়ার পর এঁটো-কাটা ফেলা হল বিলের জলে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২৫ ডিসেম্বর : জলাশয় প্রাকৃতিক সম্পদ, জলাভূমি বিনাশ অর্থনীতির সর্বনাশ, জলের অপচয় বন্ধ করুন, জলাভূমি প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখে, জলাভূমির স্বচ্ছ জল মাছচাষের উৎপাদন বাড়ায়, খাল-বিলকে রক্ষা করুন, পরিবেশ বজায় রাখুন প্রভৃতি শ্লোগানগুলিকে সামনে রেখে আজ শুরু হলো ১৩তম খালবিল ও চুনোমাছ উৎসব। নাচ, গান, দেদার খাওয়া-দাওয়ার মধ্য দিয়ে উৎসব চলে ২৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত। কিন্তু উৎসবের উদ্বোধনের দিনই জলাশয়কে নিয়ে যা করা হলো, তা উপরের শ্লোগানগুলির সাথে বড়ই বে-মানান।

পূর্বস্থলীর কোবলার বাঁশদহ বিলে প্রতিবছরের মতো এবারও উৎসবের আয়োজন করা হয়। এই উৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের পর বিলের মধ্যে মাঁচা বেঁধে খাওয়া-দাওয়া করানো হয় মন্ত্রী, সান্ত্রী, আমন্ত্রিত অতিথিদের। খাওয়া-দাওয়ার পর উচ্ছিষ্ট বাসন, খালা, পলিথিন বিলের জলেই নিক্ষেপ করা হয়। শ্লোগানে জলাশয়ের জল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার কথা বলা হলেও উচ্ছিষ্ট ফেলার সময় সে কথা ভাবা হয়নি। এই উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মৎস্যমন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিংহ, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, দুই বিধায়ক উজ্জ্বল বিশ্বস, তপন চ্যাটার্জী, সত্রীক জেলানায়ক সৌমিত্র মোহন প্রমুখ।

ক্ষুদিরাম মাজি চলে গেলেন

—প্রথম পাতার পর

নেন, জিলা পরিষদ সদস্য ও ক্রেসবীর ভাইসচেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। সাঁকো উচ্চবিদ্যালয়ের উন্নয়নে ও গলসিতে কলেজ প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন। আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা, ৭০ দশকে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ভূমিকা ও সমরানুবর্তিতা এবং সর্বস্তরের মানুষের কাছে শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিত্ব হিসাবে তাঁর উজ্জ্বল ভূমিকা ভুলবার নয়।

এদিন তাঁর মরদেহ গলসিতে জোনাল দপ্তরে নিয়ে যাওয়া হয়। তখন বহু মানুষ মরদেহবাহী সকটের সঙ্গে শেষ যাত্রায় শামিল হয়ে গলসি বাজার পরিক্রমা করেন। কুলগড়িয়া পার্টি অফিস, সাঁকো স্কুল, সার্টিনন্দী পঞ্চায়েত, সি পি আই(এম) বর্ধমান জেলা দপ্তরে তাঁর মরদেহ নিয়ে আসা হয়। বর্ধমানে জেলা দপ্তরে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন সি পি আই(এম) রাজ্য কমিটির নেত্রী অঞ্জু কর, আভাস রায়চৌধুরী, জেলা সম্পাদকমণ্ডলকীর সদস্য গণেশ চৌধুরী, উদয় সরকার, আইনুল হক, বুদবুদ-গলসি জোনাল কমিটির সৈয়দ হোসেন, দুর্যোধন সর, বামাচরণ ব্যানার্জী, অশোক ব্যানার্জী, জ্যোতির্ময় ভট্টচার্য, তাপস সরকার, কালিশঙ্কর পাল, আব্দুল মালেক, অপূর্ব চ্যাটার্জী, দেবেন লাহিড়ী, অধিক্রম সান্যাল, দিলীপ দুবে, ফরওয়ার্ডব্লক ও নরুগোপাল মুখার্জী ছাড়াও পিনাকী সেন সহ বহু কর্মী সমর্থকরা। এরপর জেলা অফিস থেকে মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয় বেলগ্রাম সেখানে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। হাজার হাজার মানুষ শেষ শ্রদ্ধা জানান এই যোদ্ধাকে।

কচিকাচাদের আঁকিবুঁকি

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৬ ডিসেম্বর : সারা বছর কচিকাচারা নানান আঁকিবুঁকি দিয়ে ছবি এঁকে তাদের মনের কথা ফুটিয়ে তোলে। সব ছবিই কথা বলে। সমাজকে চাবকে দেয়। তাদেরই হাতে তৈরি সোম বছরের সমস্ত ছবি প্রদর্শনী করে মানুষের জন্য খুলে দিলো 'চিত্রমন্দির' এবং 'চিত্রাঙ্কন'।

ছোটদের কাছে ভালোলাগার পাত্র মাস্টারমশাই সমর মুখোপাধ্যায়'র উদ্যোগে ২৫ ডিসেম্বর ডাঃ শৈলেন্দ্রনাথ মুখার্জী প্রতিষ্ঠিত 'চিত্রমন্দির'-এ চিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন এস ডি পি ও বর্ধমান (দক্ষিণ) অম্লান কুসুম ঘোষ। এছাড়া অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন অশোককুমার চট্টোপাধ্যায় ও দেবাশিস দলুই।

২৬ ডিসেম্বর 'চিত্রাঙ্কন'-এর উদ্যোগে উদয়চাঁদ গ্রন্থাগারে চিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন চিত্রশিল্পী প্রদ্যোৎ চক্রবর্তী। এছাড়া বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট সাংবাদিক সত্যনারায়ণ মাজিলা। অনুষ্ঠান থেকে বিশেষ সংবর্ধনা দেওয়া হয় প্রদ্যোত চক্রবর্তী এবং সত্যনারায়ণ মাজিলাকে।

রানিগঞ্জে ২৪ তম বইমেলা

নিজস্ব সংবাদদাতা, রানিগঞ্জ, ২৭ ডিসেম্বর : জন্মদিনে উর্দু কবি মির্জা গালিবকে শ্রদ্ধা জানিয়ে শুরু হলো রানিগঞ্জ ২৪তম বইমেলা। শিয়ারশোল রাজ স্কুল মাঠে প্রদীপ জ্বালিয়ে বইমেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন সাহিত্যিক অমর মিত্র। সভাপতিত্ব করেন রানিগঞ্জ পুরসভার চেয়ারম্যান ও বইমেলা কমিটির সভাপতি অনুপ মিত্র। জেলায় মোট ৩৫টি স্টল থাকলেও উর্দু, সাঁওতালি ও পাঞ্জাবি ভাষার স্টলে ছিল চোখে পড়ার মতো ভিড়। মেলা চলবে ২ জানুয়ারি পর্যন্ত। 'মান্না দে' মঞ্চে চলছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

সারের মূল্যবৃদ্ধি ও পুলিশি হয়রানিতে

আখচাষে উৎসাহ হারাচ্ছেন কৃষকরা

আলেক শেখ, কালনা, ২০ ডিসেম্বর : আলু, পাট, ধানের মতো চিরাচরিত চাষের বিকল্প হিসাবে আখ চাষকে বেছে নিয়েছিলেন কালনা-২, পূর্বস্থলী-১, ২ এবং মন্তেশ্বর ব্লকের কিছু কৃষক। আখ থেকে গুড়, চিনি বা পাটালি নয়, আখের রস পান উত্তোরত্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় এই চাষ সমানতালে বাড়তে থাকে। কিন্তু সারের অত্যাধিক মূল্যবৃদ্ধি ও পরিবর্তিত সরকারের পুলিশি হয়রানিতে আখচাষিরা আতঙ্কিত। ফলে অর্থকরী আখ চাষ প্রশ্নের মুখে।

কালনা মহকুমার পাঁচটি ব্লকের মধ্যে একমাত্র কালনা-১ ছাড়া বাকি ব্লকগুলিতে এক বর্ষীয় ফসল আখ চাষ হয়। পূর্বে আখ থেকে রস নিষ্কাশন করে গুড় তৈরি করা হতো। ফলে শীতকাল ভোর বিভিন্ন জায়গায় গুড় তৈরির বান বসতো। বলদ, গরু দিয়ে আখ মাড়াইকল খুড়িয়ে রস নিষ্কাশন করে তা থেকে তৈরি হতো গুড়, পাটালি এবং তাতরস। যা পিঠে-পুলিতে ব্যবহার করা হতো। কিন্তু পরবর্তীতে চিনির ব্যবহার জনপ্রিয় হয়ে ওঠায় গুড়, পাটালির গুরুত্ব কমে যায়। এতে আখ চাষে ভাটা পড়ে। কিন্তু আখরস পান জনপ্রিয় হয়ে ওঠায় আখ চাষ আবার পূর্বের ঐতিহ্য ফিরে পায়।

পূর্বস্থলীর নসরতপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের গোয়ালপাড়া গ্রামে এস টি কে কে সড়কের পাশে গড়ে উঠেছে বিরাট আখ বিক্রির পাইকারি বাজার। প্রতিদিন কৃষকরা আখ এনে বিক্রি করেন। যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো থাকায় কলকাতা, দুর্গাপুর, বর্ধমান, আসানসোল এমনকি ঝাড়খণ্ডের ব্যবসায়ীরা এখানে আখ খরিদ করতে আসেন। কিন্তু পরিবর্তিত সরকার আসার পর থেকেই এই আখ বাজারের উপর প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। অন্যান্য ফসলের মতো কৃষকদের কর্পোরেটের থেকে বীজ খরিদ করতে হয় না। নিজেদের চাষের বীজ নিজেরাই তৈরি করে নিতে সক্ষম কৃষকরা। তাই কৃষকদের উপর বহুজাতিক সংস্থার শোষণ অনেকটাই কম। কিন্তু সার ও কীটনাশকের মূল্যবৃদ্ধির পাশাপাশি আখ বহনকারী যানের উপর পুলিশি হয়রানি শুরু হয়েছে পরিবর্তিত জমানায়। যেখানে সেখানে আখ বোঝাই যানগুলি দাঁড় করিয়ে পুলিশ তোলা আদায় করছে বলে অভিযোগ। এতে দূরের আখ ব্যবসায়ীরা কালনায় আসতে চাইছেন না। ফলে সারের মূল্যবৃদ্ধির কারণে আখের উৎপাদনব্যয় বাড়ছে। অন্যদিকে ব্যবসায়ীরা আখ খরিদ করতে না আসার কারণে আখ বিক্রি হচ্ছে না। তাই আখ চাষে অনীহা দেখাচ্ছেন কৃষকরা।

গতবছর আখ চাষ করে ব্যাপক লোকসান হয় বলে জানান গোয়ালপাড়া বাজারে আখ বিক্রি করতে আসা কৃষকরা। চাষের এলাকা কমে যাওয়ার পরও লাভযোগ্য দামে আখ বিক্রি হচ্ছে না। কারণ পুলিশি জুলুমে দিন দিন কমে যাচ্ছে বাইরে থেকে আসা ব্যবসায়ীর সংখ্যা। বাঁচার তাগিদে তাই অবস্থার পরিবর্তন চাইছেন আখ কৃষকরা। সেই পরিকবর্তনের অপেক্ষায় আছেন সমাজের অন্য মানুষজনও।

ঝাউডাঙা গ্রাম পঞ্চায়েত

ঝাউডাঙা, বর্ধমান

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং - ১৯৫/জে.জি.পি/২০১৩ **তাং - ২০/১২/২০১৩**

প্রধান, ঝাউডাঙা গ্রাম পঞ্চায়েত, ঝাউডাঙা বর্ধমান কর্তৃক, নিম্নলিখিত একটি কাজের জন্য (এম.জি.এন.আর.ই.জি.এস) শুধুমাত্র নামী এবং অভিজ্ঞ কনট্রাকটরদের নিকট থেকে নির্ধারিত বয়ানে সিল করা টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে।

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	আনুমানিক কাজের মূল্য	জমা রাশির পরিমাণ	টেন্ডার পেপার মূল্য
১	ঝাউডাঙা দত্তপাড়া থেকে উত্তর ঝাউডাঙা বারোয়ারী তলা পর্যন্ত ঢালাই রাস্তা নির্মাণের জন্য মালমশলা সরবরাহ	৫,২৪,৬৭৩.০০ টাকা	১৩,১১৭.০০ টাকা	১০০০.০০ টাকা

আবেদনের শেষ তারিখ : ২/০১/২০১৪ (সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৪টা)
টেন্ডার পেপার সংগ্রহের শেষ তারিখ : ৩/০১/২০১৪ (সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৪টা)
টেন্ডার পেপার জমা দেওয়ার শেষ তারিখ : ০৪/০১/২০১৪ (দুপুর ১ টা)
টেন্ডার পেপার খোলার তারিখ : ০৪/০১/২০১৪ (দুপুর ২ টা)

বিশদ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ও টেন্ডার পেপার সম্পর্কে জানতে যে কোনো কাজের দিন ঝাউডাঙা গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে (সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা মধ্যে) যোগাযোগ করুন।

প্রধান
ঝাউডাঙা গ্রাম পঞ্চায়েত

বর্ধমান জেলা গ্রন্থমেলা

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : এবারে বর্ধমান জেলা গ্রন্থমেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে দুর্গাপুরের গান্ধিমোড় ময়দানে। ২৬ তম বর্ধমান জেলা গ্রন্থমেলা শুরু হয় ২০ ডিসেম্বর। শেষ হয় ২৬ ডিসেম্বর। মেলার উদ্বোধন করেন বর্ধমান জেলা সভাধিপতি দেবু টুডু। মোট ৯৫ টি স্টল রয়েছে এই বইমেলায়। কলকাতা ও বিভিন্ন জেলার সাথে দুর্গাপুরের প্রকাশকেরাও এই বইমেলায় অংশ নিয়েছে। মেলাপ্রাঙ্গণে কবি কাজি নজরুল ইসলাম মঞ্চে প্রতিদিন বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রথিতযশা শিল্পীরা সহ স্থানীয় শিল্পীরা অংশ নিয়েছেন বলে মেলার উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন।

১ ডজন প্রশ্নের উত্তর

১। ওশিয়ানিয়া মহাদেশে, ১৯৯০ সালের ২২ ডিসেম্বর—পালিকির; ২। প্রখ্যাত গণিতজ্ঞ স্ত্রী নিবাস রামানুজ আয়েঙ্গর, ২২ ডিসেম্বর, জন্ম ২২-১২-১৮৮৭; ৩। ১৯৫২ সালের ২২ ডিসেম্বর; ৪। কিম অ্যালেন (নিউজিল্যান্ড), ১৯ ডিসেম্বর, ২০১৩ অকল্যান্ড থেকে শুরু করে ৮৬ ঘন্টায় ৫০ কিমি পথ অতিক্রম করেন; ৫। ২৩ ডিসেম্বর, ১৯২১ সাল; ৬। আফ্রিকা মহাদেশে, ১৯৫১ সালের ২৪ ডিসেম্বর, ত্রিপোলী; ৭। ৩৩৬ খ্রিস্টাব্দের ২৫ ডিসেম্বর প্রাচীন রোমে; ৮। কানাডা ১৮৯৮ সালে ২৫ ডিসেম্বর; ৯। ১৮৯৮ সালের ২৬ ডিসেম্বর, পিয়ের ক্যুরি এবং মেরি ক্যুরি; ১০। কন্যাকুমারির অনুতিদূরে ভারতমহাসাগর ও বঙ্গোপসাগরে, ১৮৯২ সালের ২৬ ডিসেম্বর, স্বামী বিবেকানন্দ সাঁতরা কেটে এই শিলায় গিয়ে ধ্যানমগ্ন হয়েছিলেন; ১১। মাও-সে-তুঙ, ১৮৯৩ সালের ২৬ ডিসেম্বর; ১২। লুই পাস্তর, ২৭ ডিসেম্বর ১৮২২, ফ্রান্সের ডোলেতে।

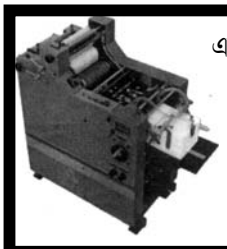

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজড্ কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ

সাধনা প্রেস

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫, ৩০০০১১৩

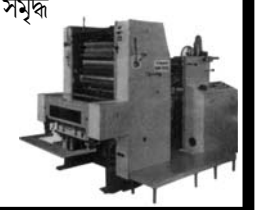

ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক অশোক ব্যানার্জী কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩, ফোন : ২৫৫১৪৫৮। **Mail : weeklynatunchithi@gmail.com** মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ১ টাকা